ভোরের কাগজ

31

তারিখ ... SEP. 02. 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন এগিয়ে চলছে

২০০০ সালের জুনে নিরক্ষরতামুক্ত সাতক্ষীরা

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে : দেশব্যাপী সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের শরিক এখন সাতক্ষীরার নিভৃত পল্লীর লোকজনও। তাই জেলার গ্রামে গ্রামে চলছে বয়স্ক শিক্ষার জমজমাট আসর। ২০০০ সালের জুন নাগাদ জেলাকে নিরক্ষরতামুক্ত করার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন 'উদ্দীপ্ত সাতক্ষীরা'।

৪৭ বছরের নাজমা বেগম এখন নিয়মিত স্কুলে যায়। পড়ালেখা করে। বাড়ি ফিরে নাজমা আবার ডুবে যায় গৃহস্থালি কাজের মধ্যে। নাজমা নিজের নাম সই করতে পারে। অঙ্ক কষে টাকার হিসাবও করতে শিখেছে।মোসলেম মিয়া সাঁঝ নামতেই কুপি জ্বালিয়ে পাড়ায় হাঁকডাক শুরু করে দেয়, 'পড়তি যাবিনে'- ৬০ বছরের মোসলেম মিয়ার হাঁক শুনে আরো সমবয়সীরা বেরিয়ে আসে। পাড়ার স্কুলে যায়। লেখাপড়া করে মনোযোগ সহকারে। ইজ্জত আলীর নাতি বকুল। দাদার হাত ধরে তারও স্কুলে যাওয়া শুরু হয়েছে। ৪৯ বছরের ইজ্জত মিয়ার সহপাঠী নাতি বকুল।

এ চিত্র সাতক্ষীরার গ্রামের। বৃষ্টি-কাদা যাই হোক তবু স্কুলে যাওয়ার ঝোঁক বেড়েছে। দিনে কামলা খাটা। বাড়ির কাজকাম কোনোটিরই বিঘ্ন ঘটছে না। এরপরও সরকারের দেওয়া সুযোগে একটু লেখাপড়া। নাম সই করার অভ্যাস করা। কুড়ি, পণ হিসাব না করে অঙ্কের যোগ-বিয়োগ শেখা। এ তো ভালো কথা। এ সুযোগ ছাড়া যায় না- এ মন্তব্য এক বুড়ো ছাত্রের।

দেশব্যাপী সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের শরিক সাতক্ষীরার নিভৃত গ্রামের লোকজনও। ১৯৯৩ সালে জেলার তালা থানায় সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু হয়। চলছে বিরামহীনভাবে। জেলার তিনটি থানায় চলমান পাইলট প্রকল্পের আওতায় আগামী ২০০০ সালের জুন নাগাদ নিরক্ষর মুক্ত করে তোলার অঙ্গীকার করেছে 'উদ্দীপ্ত সাতক্ষীরা'। নিরক্ষর জনগণের মাঝে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ কর্মসূচি। আর এ কারণেই চলছে দিবা ও নৈশ শিক্ষা। কয়েকটি এনজিও এর মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এই পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, প্রাক প্রাথমিক (৪-৫ বছর), মৌলিক (৬-১০ বছর), কিশোর-কিশোরী (১১-১৪ বছর) এবং বয়স্ক শিক্ষা (১৫-৪৫ বছর) এই চারটি পর্যায়ে বিভক্ত প্রায় ১৮ হাজার নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞান দেওয়া হয় তালা থানায়। ১৯৯৩ সালের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করে এনজিও উত্তরণ, সেতু ও সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে সাতক্ষীরা সদর এবং কলারোয়া থানায় বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় ৩০ হাজার নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে যারা সরাসরি সহায়তা করে সেসব এনজিও হচ্ছে আহসানিয়া মিশন, উন্নয়ন, সাগর আঁকা, রিশিল্পী, সুনীতি সংঘ, সৃজনী, ব্র্যাক, সিবাস, উত্তরণ, আর এফ ডব্লুএ ও ভগ্নী নিবেদিতা মঞ্চ।

জানা গেছে, সাতক্ষীরা সদর থানার ১২টি ইউনিয়নে বর্তমানে ৫৮৫টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এছাড়া কলারোয়া থানার নয়টি ইউনিয়নে একই কর্মসূচি চালু রয়েছে ৪৫০টি কেন্দ্রে। প্রতিটি কেন্দ্রে ৩০ জন করে শিক্ষার্থী রয়েছে। থানা নির্বাহী অফিসারের

হারিকেন জ্বালিয়ে রাতে বয়স্ক শিক্ষা

সভাপতিত্বে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ইউনিট এই কার্যক্রম তদারকি করে থাকে।

বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১০ মাসব্যাপী শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীদের পরিবার ও পরিবেশ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য, মহিলা ও উন্নয়ন, সমাজ, ধর্ম ও মূল্যবোধ, আয় ও কর্মসংস্থান এবং সচেতনতা ও সংগঠন ইত্যাদির ওপর শিক্ষা দেওয়া হয়। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে যথাক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের। প্রতি ১৫টি কেন্দ্রের জন্য একজন সুপারভাইজার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতিটি কেন্দ্রে ব্ল্যাকবোর্ড, চক-পেন্সিল, ডাস্টার, পড়ুয়াদের বসার মাদুর, খাতা, পেন্সিল ছাড়াও কেন্দ্র পরিচালনার জন্য মাসিক ২০০ টাকাও প্রদান করা হয়ে থাকে বলে জানা গেছে। এছাড়া নৈশকালীন শিক্ষার জন্য হারিকেন সরবরাহ করা হয়।

উদ্দীপ্ত সাতক্ষীরার এই শিক্ষা কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। কোর্স সম্পন্নকারী এক বৃদ্ধ নিজ হাতে নাম সাক্ষর করে বললেন, এখন বুঝি পরিবেশ কি এবং স্বাস্থ্য পুষ্টির ওপর বেশ ধারণাও পেয়েছি। বেশ গর্বের সঙ্গে তিনি বললেন, ৫০ বছর বয়সে পড়ালেখা শিখতে পারায় মনে হচ্ছে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে এসেছি।